টক্সোপ্লাজমোসিস থেকে

"নিজেরা সুরক্ষিত থাকি, নিজেদের পোষা প্রাণীকে সুরক্ষিত রাখি"

ডাঃ মোঃ সালাউদ্দীন

বিড়াল ভালবাসেনা বা বিড়াল বিদ্বেষী মানুষের সংখ্যা আমাদের লোকালয়ে নিতান্তই কম। বিড়াল পোষা প্রাণীদের মধ্যে অন্যতম। এরা যেমন শান্ত প্রকৃতির তেমনি মনিবের পোষ্য। এরা অল্প ভয় ও অবহেলায় বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। বিড়াল এমন কিছু জীবাণু বা পরজীবী ঘটিত রোগে আক্রান্ত হয় যা মানুষের জন্যও মারাত্মক ক্ষতিকর। এদের মধ্যে টক্সোপ্লাজমোসিস (Toxoplasmosis) অন্যতম। আসুন জেনে নিই কিভাবে আমরা নিজেরা ও আমাদের পোষা প্রাণীদের এ ভয়াবহ রোগের হাত থেকে বাঁচাতে পারি।

টক্সোপ্লাজমোসিস কি?

টক্সপাজমোসিস একটি এক কোষী প্রোটোজোয়া বাহিত রোগ। এটি সর্বপ্রথম নিউইয়র্ক শহরে ১৯৪২ সালে দেখা দেয়। *Toxoplasma gondii* টক্সোপাজমোসিস এর জন্য দায়ী প্রটোজোয়া। এটি "Crazy cat-lady syndrome" নামেও পরিচিত। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৫০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ এ ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত। শুধুমাত্র আমেরিকাতেই ৬ কোটি মানুষ এ পরজীবী বহন করছেন।

কিভাবে ছড়ায়?

টক্সোপ্লাজমোসিস সাধারণত এ পরজীবীর উসিস্ট এর (oocysts) মাধ্যমে ছড়ায়। বিড়াল যদি এ পরজীবী বহন করে, তাহলে এর পায়খানায় oocysts পাওয়া যাবে। বিড়ালের মল যত্রতত্র ফেলে রাখলে নিম্নরূপভাবে মানুষে ও প্রাণীতে এ রোগ ছড়ায়-

- যত্রতত্র বিড়ালের পায়খানা ফেললে।
- লিটার বক্স থেকে।
- রোগাক্রান্ত বিড়ালের লিটার বক্সে সুস্থ বিড়াল রাখলে।
- আধা সেদ্ধ মাংস খেলে বা কাঁচা মাংস খেলে।
- মাংস কাটা চাকু ভালো করে না ধুয়ে ঐ চাকু দিয়ে ফল, সবজি বা সালাদ কেটে খেলে।
- ছাগলের কাঁচা দুধ খেলে।
- বাগানে বা যে সকল জায়গায় বিড়ালের পায়খানা বা লিটার বক্স পরিষ্কার করা হয়, ঐ সকল জায়গায় খালি পায়ে চলাফেরা করলে, বা বাচ্চারা খেলাধুলা করলে। কারণ oocysts গুলো স্বাভাবিক অবস্থায় ১ মাসেরও বেশি মাটিতে এবং পানিতে প্রায় ১৮ মাস বেঁচে থাকতে পারে।
- পায়খানা যুক্ত লোম বা শরীর।
- পায়খানা যুক্ত পানি থেকেও ছড়ায়।
- সামুদ্রিক মাছ খাওয়ালে।
- ওষুধ না খাওয়ালে।
- ইঁদুর শিকার করলে।
- রোগাক্রান্ত বিড়ালের আঁচড় বা কামড় থেকে। বিড়ালের লোম কিন্তু প্রোটোজোয়ার /oocysts বহন করে না।

জীবন প্রণালী

টক্সোপাজমা পরজীবীর জীবন প্রণালী যে চক্রাকারে চলে তা প্রদর্শিত হল-

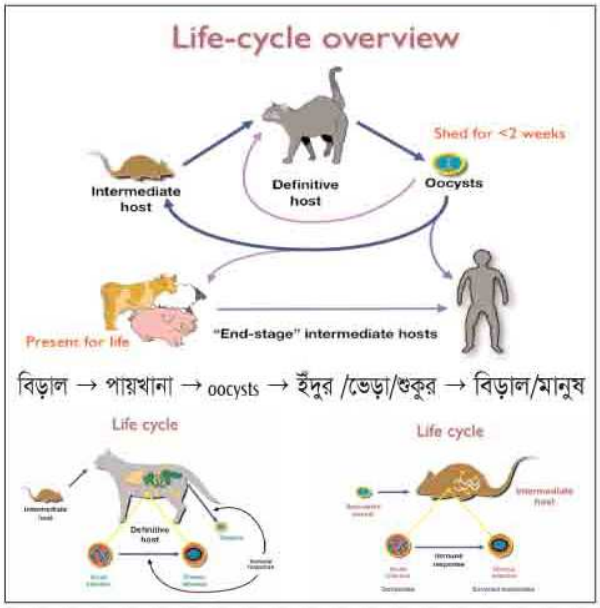

বিড়াল → পায়খানা → oocysts → ইঁদুর /ভেড়া/শুকুর → বিড়াল/মানুষ

কারা এ রোগের প্রতি বেশি ঝুঁকি প্রবণ?

টক্সোপ্লাজমোসিস সব বয়সের মানুষের জন্য ঝুঁকির কারণ হলেও- বাচ্চা, গর্ভবতী মা এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম (এইচ আই ভি রোগী) তারা খুবই ঝুঁকি প্রবণ।

কারা এ পরজীবী বহন করে?

ইঁদুর, পাখি, উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী প্রাণী (ভেড়া, শুকর), সামুদ্রিক মাছ ও মানুষ।

কোন সময় এদের প্রাদুর্ভাব বেশি?

সাধারণত সব মৌসুমে এদের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়াতে এদের প্রাদুর্ভাব একটু বেশি।

এ রোগের লক্ষণ (বিড়াল)-

- জ্বর (প্রথমে কম কিছু দিন পর বেশি)
- ওজন কমে যাওয়া
- খাবারের প্রতি অনিহা
- পাতলা পায়খানা
- বমি
- চোখ লাল হওয়া
- চোখের মণি পরিবর্তন (রং, আকার)
- চোখে ছানি পড়া
- খিঁচুনি
- দেওয়ালের সাথে মাথা ঘসা বা ধাক্কা দেওয়া
- অস্বাভাবিক আচরণ
- খুব বেশি রাগ
- শ্বাসকষ্ট
- নিউমোনিয়া
- মাথা ঘুরানো, ইত্যাদি

মানুষের ক্ষেত্রে লক্ষণসমূহ

- জ্বর।
- ক্ষুধামান্দ্য।
- বিষণ্নত।
- ওজন কমে যাওয়া।
- ঠিকমত ঘুম না হওয়া।
- মাথা ব্যথা।
- পেশী ব্যথা।
- ইনফ্লুয়েঞ্জা।
- রেটিনায় ঘা।

যেসকল ভয়াবহ রোগ মানুষে হতে পারে-

- সিজোফ্রেনিয়া
- নিউমোনিয়া
- চোখে ছানি পড়া
- ব্রেইন ড্যামেজ (ছোট বাচ্চা দের)
- গর্ভপাত
- ভ্রূণ মৃত্যু
- চামড়ায় দাগ ও
- এনসেফালাইটিসসহ নানা ধরনের মারাত্মক রোগ।

প্রতিকার-

১। বিড়ালের ক্ষেত্রেঃ

- কখনোই আপনার পোষা বিড়াল কে আধা সেদ্ধ বা কাঁচা মাংস খাওয়াবেন না।
- লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া বিড়ালকে আলাদা রাখুন।
- আপনার পোষা বিড়ালকে ইঁদুর শিকার করা থেকে বিরত রাখুন।
- খাবার পাত্র ও লিটার বক্স নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন।
- লক্ষ্য রাখুন খাবার পাত্র ও খাবারে যেন বিড়ালের মল মিশ্রিত না হয়।
- বিড়ালের খাবারে ইঁদুরের উপদ্রপ বা মল পেলে খাবার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- বিড়ালকে নিয়মিত পরিষ্কার রাখুন ও জীবাণুনাশক ব্যবহার করুন।
- অপরিচিত বিড়াল হতে আপনার বিড়াল কে আলাদা রাখুন।

২। মানুষের ক্ষেত্রে

- গর্ভবতী মা দের লিটার বক্স পরিষ্কার, বিড়ালের বিচরণের স্থান পরিহার করা অতীব জরুরি।
- গর্ভবতী মা দের পোষা বিড়ালের আঁচড় বা কামড় থেকে সাবধান থাকতে হবে।
- গর্ভবতী মা এর সতর্কতা অবলম্বনই গর্ভাবস্থায় শিশুর সুরক্ষা।

- ❖ কাঁচা মাংস ও কাঁচা দুধ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ❖ ছোট বাচ্চাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যেন লিটার বক্স, বিড়ালের বিচরণের স্থান, মল ফেলার জায়গায় বা দূষিত মাটি বা পানিতে না খেলা করে।
- ❖ লিটার বক্স বা বিড়ালের মল পরিষ্কারের সময় হাতে গ্লাভ্স পরতে হবে।
- ❖ পোষা প্রাণীকে আদরের পর, খাবারের আগে অবশ্যই হাত ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে।
- ❖ কাঁচা মাংস কাটার চাকু বা বটি ভালো করে ধুয়ে সালাদ বা অন্য কিছু কাটার জন্য ব্যবহার করতে হবে।
- ❖ সবজি ও ফল সব সময় ধুয়ে খেতে হবে।

সতর্ক বানী ও পরামর্শ

- ❖ আপনার পোষা বিড়ালের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।
- ❖ অসুস্থ হলে অবশ্যই রেজিঃ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ নিন।
- ❖ নিয়মিত আপনার পোষা বিড়ালকে টিকা ও কৃমিনাশক দিন।
- ❖ পোষা প্রাণীর প্রতি যত্নবান হউন।

ডাঃ মোঃ সালাউদ্দীন
ডি ভি এম
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
দিনাজপুর-৫২০০।